ঈদ মানেই আনন্দ। দিনে দিনে এগিয়ে আসছে ঈদ-উল-ফিতরের উৎসবের দিন। দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর সবাই এদিন মেতে উঠবে ঈদের মহানন্দে। ঈদ-উল-ফিতর মূলত বিশ্বের মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসবের দিন। বাংলাদেশ প্রধানত মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠের দেশ হলেও উৎসবের বিষয়টি জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার। বাঙালির উৎসব মানেই নতুন পোশাকে মালিন্য মুছে ফেলা। কেনাকাটার এক সুখকর অনুভূতি।

এমনিতেই বাংলাদেশের অধিকাংশ সার্বজনীন অনুষ্ঠানাদি হয় দুঃখের স্মৃতি অথবা সুখ-দুঃখ মিলিয়ে। ঈদ যেন শুধুই আনন্দের। ফলে ঈদকে ঘিরেই বিরাজ করে উৎসবের আমেজ। শুরু হয় উৎসবের উপাচার কেনাকাটার ধুম। অনেকের জন্য কেনাকাটায় অংশ নেয়া সমস্যার। কি কিনবেন, কোথায় গিয়ে কিনবেন, কি দামের মধ্যে কিনবেন। কোন প্রতিষ্ঠানের বা প্রস্তুতকারীর পোশাক কিনবেন সেটা নির্ধারণে হিমশিম খেতে হয়।

আশার কথা, ইতিমধ্যেই দেশের বেশ কয়েকটি পোশাক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান হাল ফ্যাশনের পোশাক তৈরিতে হাত পাকিয়েছেন অথবা নিজেরা হাল ফ্যাশনের ট্রেন্ড নির্মাণ করেছেন। সেই লক্ষ্যেই অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক বিচিত্রা ঈদ বাজার সংখ্যার মাধ্যমে দেশীয় ফ্যাশন পোশাক বাজারজাত করার চেষ্টা করেছিলো। সেটা সর্বত্র হয়েছিল প্রশংসিত। দেশে এখন গড়ে উঠছে একদল পেশাদার ফ্যাশন ডিজাইনার। নিত্য নতুন পোশাক নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান। মূলত ফ্যাশন জগতে তারা এনে দিয়েছে বিপ্লব। এই ধারাকে অব্যাহত রাখতেই সাপ্তাহিক ২০০০ প্রতিবারের মতো এবারও হাজির হয়েছে নানা পোশাক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত আধুনিক পোশাক নিয়ে। সঙ্গে থাকছে মূল্যমান। এতে ক্রেতার কাজ, মনোনয়ন অনেক সহজ হয়ে যাবে বলে আমরা আশা রাখছি। সকলের ঈদের কেনাকাটা হোক স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দময়। এটাই আমাদের প্রত্যাশা। সিয়াম সাধনার এ পবিত্র দিনগুলোতে অব্যাহত রাজনৈতিক কলহ, খুনোখুনি, চাঁদাবাজি হোক তিরোহিত।